ভোরের কাগজ

152

তারিখ 11 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

কোনো বিদ্যালয় নেই শরীয়তপুর জেলার নীলকান্দি গ্রামে

কাজী বাবুল আহমেদ : শরীয়তপুর জেলার পালং থানার একটি অবহেলিত গ্রাম নীলকান্দি। এ গ্রামে কোনো বিদ্যালয় নেই। নেই কোনো রাস্তাঘাট। নেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা। নেই কোনো পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র। অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত নীলকান্দির মানুষেরা।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় সর্বপ্রথম এই গ্রামেই ইংরেজ নীলকর সাহেবরা নীলচাষের সূত্রপাত ঘটায়। এ ইংরেজ শাসনআমলে ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার চাষীদের মতো নীলকান্দির চাষীরাও নীলকরদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী আজো মানুষের মুখে মুখে।

জেলা সদর থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে কীর্তিনাশার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এই অনুন্নত গ্রামটি। প্রায় দেড় হাজার লোকের বাস। তাদের অধিকাংশই দরিদ্র এবং কৃষিজীবী।

পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ গ্রামে আজো বিদ্যুৎ পৌঁছেনি, যদিও পার্শ্ববর্তী কাশাভোগ গ্রামে বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সুবিধাদি অপর্যাপ্ত হলেও রয়েছে। জেলা সদর থেকে বন্দর আংগারিয়া বাজারের ওপর দিয়ে একটি পাকা রাস্তা থাকলেও গ্রামবাসীর জন্য বাজারে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। শুষ্ক মওসুমে গ্রামের লোকজন পায়ে হেঁটে কোনো রকমে হাট বাজার করে থাকেন। কিন্তু বর্ষার সময় গ্রামের অবস্থা হয় ভয়াবহ। কীর্তিনাশার পানিতে সয়লাব হয়ে যায় পুরো গ্রাম। দুচারজন সামর্থবান মানুষের নিজস্ব নৌকো আছে বটে। কিন্তু বাকি গ্রামবাসীর চলাচলে দুর্ভোগের অন্ত নেই। এ গ্রামে একটিও বিদ্যালয় নেই। নেই কোনো পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র। বিশুদ্ধ পানির অভাবে গ্রামের অনেকের হামেশাই লেগে থাকে পেটের অসুখ। পুরো গ্রামে মাত্র দুটি গভীর ও ৭টি অগভীর নলকূপ রয়েছে। প্রতিদিন এই নলকূপের পানি নিতে এসে মহিলাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ক্রমশ পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। কারণ গ্রাম থেকে স্কুলের দূরত্ব অনেক। গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় এনজিও কর্মীরাও সেখানে যেতে পারে না। ফলে ব্রাকের স্কুল কিংবা গ্রামীণ ব্যাংকের সুবিধাদি থেকেও গ্রামবাসী বঞ্চিত।

গ্রামবাসীর মতে গ্রামে অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও গ্রামের কোমলমতি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পথ সুগম হতো। এ ছাড়া আংগারিয়া বাজার পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মিত হলে গ্রামবাসীর যাতায়াতের যেমন সুবিধা হতো তেমনি তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজেই রিকশা-ভ্যানে করে আংগারিয়া বন্দরে বা জেলা সদরে সরবরাহ করে আয় বাড়ানো যেতো।